উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার :- উৎপ্রেক্ষা মানে সংশয়, প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে প্রবল সংশয় দেখা দেয় উপমা তবে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেমন -

উদাহরণ - ①

'সীতাহারা আমি যেন মণিহারা ফণী।'

- এখানে উপমেয় = আমি, উপমান = ফণী। উপমেয় আমি ও উপমান ফণী তে প্রবল সাদৃশ্য কারণ শ্রী সীতাকে হারিয়ে রামের যে দুরাবস্থা মাথার মণিকে হারিয়ে ফণীর ও সেই একই অবস্থা, এই প্রবল সাদৃশ্যের জন্য কবির মনে প্রবল সংশয় জেগেছে। তাই এটি একটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

উদাহরণ ②

'পূর্ণিমায় চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

- এখানে উপমেয় চাঁদ, উপমান রুটি। চাঁদ গোলাকার ও ঝলমলে, রুটি ও গোলাকার ঝলসানো, তাই চাঁদ-এ ও রুটিতে প্রবল সাদৃশ্য এবং কবির মনে প্রবল সংশয়। যেন শব্দের ব্যবহারে সেই সংশয় বোঝা যাচ্ছে, এ জন্যেই বাক্যাংশটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

উদাহরণ ③

'দুপুর রাতে জ্যোৎস্না যেন দুপুর নিঝুম রৌদ্র খানি।'

- এখানে উপমেয় - জ্যোৎস্না, উপমান - রৌদ্র, জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ আলো এতটাই উজ্জ্বল বর্ণের মতো যে সেই আলোকে স্নাত রাতকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো দুপুরের নিস্তব্ধ রৌদ্র। উপমেয় জ্যোৎস্নাকে উপমান রৌদ্র বলে সংশয় হচ্ছে। যেন শব্দের ব্যবহারের ফলে সেই সংশয় বোঝা যাচ্ছে, এ জন্যেই বাক্যাংশটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার-এর শ্রেণিবিভাগ

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার

- বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার
- প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় —
① বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার,
② প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার,

① বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার :- যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে কোনো সংশয় সূচক শব্দে উপমেয়কে উপমান বলে, তাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলে, যেমন —

উদাহরণ —(ক)

"মত তাপস বালক
মিহির সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলো,"

— এখানে উপমেয় তাপস বালক, উপমান — তরুণ আলো, সংশয় বাচক শব্দ — যেন, তাপস বালকের সুস্নিগ্ধ অনিমেষ কান্তির সঙ্গে আলোকের সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্যের প্রবল সাদৃশ্য হেতু কবির মনে সংশয় জেগেছে, তিনি কাকে দেখেছেন — তাপস বালককে? না তরুণ আলোকে, এই উপমেয়-এর সঙ্গে উপমান -এর প্রবল সাদৃশ্য উপমানকে উপমেয় বলে প্রবল সংশয় দেখা গেছে, এতেই কাব্যাংশটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে,

উদাহরণ (খ)

'একটা জ্বলন্ত তারা
আকাশের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড যেন,'

—এখানে উপমেয় - জ্বলন্ত তারা, উপমান - জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড, ~~সংশয়~~ সংশয় বাচক শব্দ - যেন, হৃৎপিণ্ড কখনও অর্থাৎ উপমেয় -এর সঙ্গে উপমান -এর প্রবল সাদৃশ্য উপমানকে উপমেয় বলে প্রবল সংশয়, তাই কাব্যাংশটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে,

উদাহরণ (গ)

'আমি জানি, কিছুই থাকে না
পালিয়ে লুকিয়ে যায় — সবই যেন সাবানের ফেনা,'

— এখানে উপমেয় - সবই, উপমান - সাবানের ফেনা, সংশয় সূচক শব্দ - যেন, অর্থাৎ সবই পালানোর মধ্যে লুকিয়ে যায় যে ভাবে সাবানের ফেনা লুকিয়ে যায়, সুতরাং উপমেয় সবই এবং উপমান সাবানের ফেনার মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য তাই কাব্যাংশটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে,

উদাহরণ -(ঘ) 'এখানে হাওয়ায় যেন ভালোবাসা বীজ হয়ে আছে,'

- উপমেয় ভালোবাসাকে উপমান বীজ বলে প্রবল সংশয় হয়েছে। এবং সংশয়বাচক শব্দ 'যেন' উপস্থিতি থাকায় অলঙ্কারটি হয়ে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(২) প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা / প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা

যে উৎপ্রেক্ষা অলংকার - এ সংশয় সূচক শব্দটি থাকে না কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়-এর ভাবটি স্পষ্ট বোঝা যায়, তাকে প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা বলে। যেমন -

উদাহরণ (ক)

'এই ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকালফল।'

- এখানে উপমেয় - ব্রহ্মাণ্ড, উপমান - মাকাল ফল, সংশয় সূচক শব্দ - নেই। অথচ সংশয় ভাবটি স্পষ্ট, এই ব্রহ্মাণ্ড যেন প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফলের মতো ঝুলছে, 'যেন' না বললেও বাক্যে 'যেন' শব্দের ভাবটি ধরা যাচ্ছে, এই যে এভাবে উপমেয় - ব্রহ্মাণ্ডকে, উপমান - মাকালফল বলে প্রবল সংশয় - অথচ সংশয় সূচক শব্দের উপস্থিতি নেই তাতেই এটি প্রতীয়মান - উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

উদাহরণ (খ)

'বুড়ার প্রাণ তাহে ডুবিয়া যায়
তুফান মাঝে ক্ষীন তরী।'

- এখানে উপমেয় - বুড়ার প্রাণ, উপমান - ক্ষীনতরী, সংশয় সূচক শব্দ - নেই। অথচ সংশয় - এর ভাব স্পষ্ট, বুড়ার প্রাণ ডুবে যাচ্ছে, কবির মনে হচ্ছে ক্ষীন তরী ডুবে যাচ্ছে। এখানে প্রাণকে তরী বলে সংশয় দেখা যাচ্ছে। সেই জন্য এটি প্রতীয়মান-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

উদাহরণ (গ)

'আমরা দিচ্ছে পাঁচটি মেয়ে পাঁচ রঙের ফুল'

- এখানে উপমেয় - পাঁচটি মেয়ে, উপমান - পাঁচটি রঙের ফুল, সংশয় সূচক শব্দ - নেই, অথচ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি পাঁচটি মেয়েকে কবি পাঁচটি রঙের ফুল বলে সংশয় করেছেন। সুতরাং এটি প্রতীয়মান-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

উদাহরণ (ঝ)

"জামরুল আছে ধরে অজস্র ফুল
হরণ করেছে সুর বালিকা হাজার কানের দুল।"

— এখানে উপমেয় অজস্র ফুল, উপমান – হাজার কানের দুল, সংশয় সূচক শব্দ – নেই, অথচ সংশয়-এর বোধটি স্পষ্ট কারণ অজস্র ফুলকে হাজার কানের দুল বলে প্রবল সংশয় জাগছে, সুতরাং এটি প্রতীয়মান-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

রূপক অলঙ্কার

যে অর্থালঙ্কারে উপমেয়কে উপমান-এর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে ওই দুটির মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে বলে রূপক অলঙ্কার। যেমন -

উদাহরণ

"এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা"।

- এখানে উপমেয় - মানব, উপমান - জমিন। একটি মাত্র উপমেয় মানবের সঙ্গে একটি মাত্র উপমান জমিনের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু আবাদ করার কাজটি যা জমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা মানবের ক্ষেত্রে আরোপিত হয়েছে। তাতে মানব ও জমিন দুটি বিসদৃশ বস্তু হয়েও এখানে এক ও অভিন্ন বলে কল্পিত হয়েছে। সুতরাং এটি একটি রূপক ~~অলঙ্কার~~ অলঙ্কার।

শ্রেণী বিভাগ

রূপক অলঙ্কার
- নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার
  - কেবল নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার
  - মালা নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার
- সাঙ্গ রূপক অলঙ্কার
- পরম্পরিত রূপক অলঙ্কার
- অধিকারারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার

রূপক অলঙ্কারকে চার ভাগে ভাগ করা হয় -

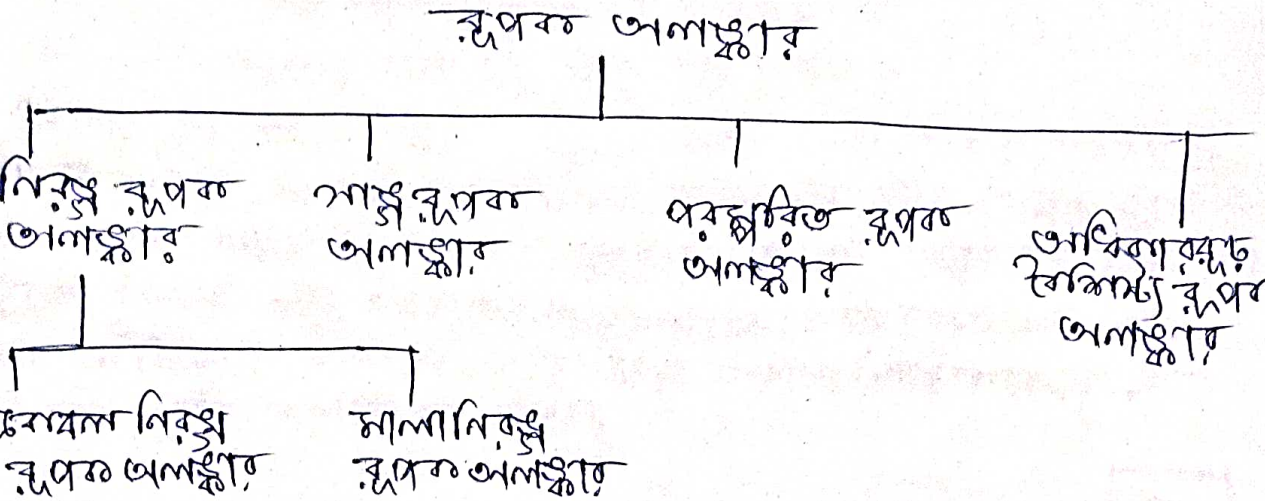

① নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার,
② সাঙ্গ রূপক অলঙ্কার,
③ পরম্পরিত রূপক অলঙ্কার,
④ অধিকারারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার,

① নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় -

(ক) কেবল নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার,
(খ) মালা-নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার,

নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার :— যে রূপক অলঙ্কারে একটি মাত্র উপমেয় থাকলে, একটি মাত্র উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, তাকে বলে নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার।

উদাহরণ –

'দেখিবারে আঁখি – পাখি ধায়'।

– এখানে একটি মাত্র উপমেয় আঁখি, একটি মাত্র উপমান পাখি, এই উপমেয় আঁখির উপরে উপমান পাখির অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, তাতে আঁখি যেন পাখি হয়ে গেছে। তাই এটি নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার বলে।

নিরঙ্গ রূপক অলংকার দুই প্রকার –

(ক) কেবল নিরঙ্গ রূপক অলংকার।
(খ) মালা নিরঙ্গ রূপক অলংকার।

(ক) **কেবল নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার** :— যে নিরঙ্গ রূপক অলংকারে একটি উপমেয় -এর সঙ্গে একটি উপমানের অভেদ কল্পনা দ্বারা কাব্য সৌন্দর্য্য রচিত হয়, তাকে কেবল নিরঙ্গ রূপক অলংকার বলে, যেমন –

উদাহরণ (১)

'শিমুল ফুল গুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে'।

– এখানে উপমেয় - শিমুল, উপমান - ফুল, ফুলের গুণ ফুটে ওঠা, উপমানের এই ফুটে ওঠা গুণটি উপমেয় শিমুর উপর আরোপিত হয়েছে, অর্থাৎ উপমেয় ও উপমান-এর মধ্যে অভেদ কল্পিত হয়েছে, তাই এটি একটি কেবল নিরঙ্গ রূপক অলংকার।

উদাহরণ –(২)

'জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই'।

– এখানে উপমেয় জীবন, উপমান খরস্রোত, অর্থাৎ উপমেয় জীবনের সঙ্গে উপমান খরস্রোতের অভেদ কল্পিত হয়েছে। তাই এটি একটি কেবল নিরঙ্গ রূপক অলংকার।

(খ) **মালা নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার** :— যেখানে একটি মাত্র উপমেয় -এর সঙ্গে একাধিক উপমান -এর অভেদ কল্পিত হয়, তাকে মালা নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার বলে।

যেমন —
উদাহরণ (১)

"আমি উর্গেক্ষ, আমি টীম ভাসমান মাইন,
আমি ধূর্জটি আমি এলো কেশে ঝড় অকাল বৈশাখী,"

— এখানে উপমেয় মাত্র একটি, ~~কিন্তু উপমান~~ — আমি, কিন্তু উপমান চারটি উর্গেক্ষ, মাইন, ঝড় ধূর্জটি, এই একটি মাত্র উপমেয় আমি-র সঙ্গে পরিবেশিত চারটি উপমান ক্রমান্বয়ে আরোপিত হয়েছে। সুতরাং একটি উপমেয়-এর সঙ্গে চারটি উপমান-এর অভেদ কল্পিত হয়েছে, তাই এটি একটি মালা নিরঙ্গ রূপক,

উদাহরণ
(২)

"আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্টি, দুঃস্বপন, কারলায় কাঁটা?"

— এখানে উপমেয় একটি — আমি কিন্তু উপমান পাঁচটি — উপদ্রব, অভিশাপ, দুরদৃষ্টি, দুঃস্বপ্ন, কাঁটা, অর্থাৎ একটি মাত্র উপমেয়-এর সঙ্গে পাঁচটি উপমান-এর অভেদ কল্পিত হয়েছে, তাই এটি একটি মালা নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার,

(২) সাঙ্গ রূপক অলঙ্কার :— যেখানে উপমেয় এবং উপমান-এর মধ্যে অভেদ কল্পনা থাকবেই এবং তার পাশাপাশি উপমেয়-এর বিভিন্ন অঙ্গ এর সঙ্গে উপমানের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভেদ কল্পিত হবে তাকেই বলে সাঙ্গ রূপক অলংকার, যেমন —

উদাহরণ — (ক)

'দেহ দীপাধারে জ্বলিত লোলিহ যৌবন জয় শিখা?'

— এখানে উপমেয় — দেহ, উপমান — দীপাধার এই দুই এর অভেদ কল্পিত হয়েছে তাই এটি রূপক অলঙ্কার হয়েছে,

আবার দেহের অঙ্গ 'যৌবন' উপমেয় এবং মূল উপমান দীপাধারের অঙ্গ শিখা, এই যৌবন ও শিখায় অভেদ কল্পিত হয়েছে, তাই এটি একটি সাঙ্গ রূপক অলংকার,

উদাহরণ
(খ)

'বর্ষ বিনায় বেদনায় তার
ঐ মত প্রাণ বাঁধিব আবার,'

— মূল উপমেয় — বর্ষ, উপমান — বিনা, এখানে উপমেয়

এবং উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পিত হয়েছে, তাই এটি রূপক অলংকার হয়েছে।

আবার মূল উপমেয় বক্ষের অস্থি - বেদনা এবং মূল উপমান বিনার অস্থি - তার, এই দুটিতে অভেদ কল্পিত হয়েছে, তাই এটি সাঙ্গ রূপক অলংকার হয়েছে।

(৩) পরম্পরিত রূপক অলঙ্কার :- একটি উপমেয়-এর সঙ্গে একটি উপমান-এর অভেদ কল্পনা যখন একটি উপমেয়-এর সঙ্গে আর একটি উপমানের অভেদ কল্পনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে বলে পরম্পরিত রূপক অলঙ্কার। ~~যেমন~~

উদাহরণ -

"জীবনের উদ্যানে তোমার যৌবন-কুসুম ভাতি কতদিন রবে।"

- এখানে জীবন উদ্যান, উপমেয় - জীবন, উপমান - উদ্যান, দ্বিতীয়টি যৌবন কুসুম, এখানে উপমেয় - যৌবন, উপমান - কুসুম। কিন্তু তারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত জীবনরূপে উদ্যানকে সার্থকতা দান যথাযথ ভাবে প্রকাশ করার জন্য যৌবনরূপ কুসুমের আরোপিত হয়েছে। সুতরাং প্রথম রূপটিকে পরিস্ফুট করতে, এখানে দ্বিতীয় ~~রূপটি~~ রূপকটি পরম্পরিত রূপক হয়েছে।

(৪) অধিকার রূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক :- অধিকার রূঢ় কথাটির মানে হল কোনো কিছুর ওপর অসম্ভব ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া। যদি কোনো ~~কিছুর ওপর~~ রূপক অলংকার-এর উপমানের অসম্ভব কোনো ধর্ম (গুণ) আরোপ করা হয় এবং উপমেয়-এর সঙ্গে তার অভেদ কল্পিত হয় তাকে অধিকার রূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার বলে। যেমন-

উদাহরণ -

"দেখির বিজুরি নবীনা গৌরী
পেখলু ঘাটের কূলে।"

- ঘাটের কূলে যে নবীনা সুন্দরীকে দেখেছিলেন -

শ্রীকৃষ্ণ তার সৌন্দর্য্য বর্ননায় কবি চণ্ডীদাস স্থির বিজুরি অর্থাৎ স্থির বিদ্যুৎ এর সঙ্গে তুলনা করেছেন. কিন্তু বিদ্যুৎ স্থির হতে পারে না, স্থির হয় আকাশে বিদ্যুৎ - এর স্বভাব ধর্ম নয়, অর্থাৎ উপমান - এর অসম্ভব ধর্মের কল্পনা করা হয়েছে এবং তা উপমেয় এর উপরে আরোপিত হয়েছে, ফলে অলংকারটি হয়েছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার।

উদাহরণ (খ)

'অঙ্গনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী,'

- উপমেয় উমার সৌন্দর্য্য নির্দেশে শশী কে তুলনায় আনা হলো। কিন্তু শশী কখনও অকলঙ্ক হতে পারে না, কেননা শশীতে কলঙ্ক আছে, উপমান এ অসম্ভব ধর্ম আরোপিত হওয়ায় অলংকারটি হয়েছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার।

উদাহরণ (গ)

'অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু'

- শ্রী গৌরাঙ্গ দেব তাঁর প্রেম ধর্ম বিতরণ করার কালে কল্পতরু সদৃশ হয়েছে। কিন্তু উপমানে সঞ্চরু যোগ্য করায় উপমানের ধর্ম সঞ্চরণশীল হতে পারে না, সুতরাং অলংকারটি হয়েছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার,

উদাহরণ (ঘ)

'তুমি অচলা দামিনী,'

- এখানে উপমেয় - তুমি উপমান - দামিনী; দামিনী স্বভাব ধর্মে চপলা কিন্তু কবি তার উপর অচপলতার বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। আর সেই কারণে অলঙ্কারটি হয়েছে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার।

— ০ —